"শেখ হাসিনার বারতা
নারী-পুরুষ সমতা"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৩ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mowca.gov.bd

নং-৩২.০০.০০০০.০২১.১৬..০৩১.২১(অংশ-১)- ১৫২

তারিখঃ ৩০ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ
১৪ কার্তিক, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

বিষয়ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনার হালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্র নং- ০৩.০০.০০০০.০৭৮.০৬.০০১.২০২২-৮৫, তাং-২৫/০৭/২০২২ খ্রি:

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, গত ২৯ মার্চ ২০১৮ তারিখে ঠাকুরগাঁও জেলা সফরকালে 'কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল নির্মাণ এবং বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে সরকারি অফিসমূহে পর্যায়ক্রমে ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন সম্পর্কিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত ২(দুই)টি প্রতিশ্রুতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১০ জুলাই ২০১৪ তারিখে এ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সেপ্টেম্বর/২০২২ মাসের হালনাগাদ প্রতিবেদন নির্ধারিত 'ছক' অনুযায়ী নির্দেশক্রমে সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে ০৬ (ছয়) পাতা।

(তাসনিম জেবিন রিনতে শেখ)
সিনিয়র সহকারী সচিব (অতি: দা:)
☎৫৫১০০৪৫৯

সিনিয়র সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণ- পরিচালক-১১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

অনুলিপিঃ

১। পরিচালক (প্রশাসন), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা।
২। সচিবের একান্ত সচিব,মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়,ঢাকা।(সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৩। প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। সহকারী সচিব (সমন্বয়), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিসমূহ :

ক্র: নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি (শিরোনাম/বিষয়/ তারিখ ও স্থান)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা (শিরোনাম/বিষয়/ তারিখ ও স্থান)	প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি রশতকরা হার	এখনও বাস্তবায়ন হয়নি এরুপ প্রতিশ্রুতি/ নির্দেশনার সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	ঠাকুরগাঁও জেলায় কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল স্থাপন। ঠাকুরগাঁও জেলা সফরকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ২৯ মার্চ, ২০১৮	-	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৯মার্চ, ২০১৮খ্রি: তারিখে ঠাকুরগাঁও জেলা সফরকালে এ জেলায় মহিলাদের জন্য একটি কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল নির্মাণের সদয় প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করেন। এ লক্ষে বাংলাদেশের ৮টি জেলায় (নড়াইল, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, ফেনী, কুষ্টিয়া, মানিকগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ) কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে "জেলা পর্যায়ে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। গত ১০/০১/২০২২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ২৫/০৫/২০২২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। উক্ত কমপ্লেক্স ভবনে ৫০ জন বোর্ডারের সুবিধা সম্বলিত কর্মজীবি মহিলা হোষ্টেলের সংস্থান রয়েছে।			
২.	বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে সরকারি অফিসমূহে পর্যায়ক্রমে ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন নবম জাতীয় সংসদ-২০০৯ ২৫ নভেম্বর, ২০০৯	-	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং জাতীয় মহিলা সংস্থার মাধ্যমে সর্বমোট ৮৫টি ডে-কেয়ার সেন্টারের কার্যক্রম চালু রয়েছে। তন্মাধ্যে দেশের বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে সরকারি অফিসে নিম্নোক্ত ১১টি ডে-কেয়ার সেন্টার চালু রয়েছে :- ১. মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এর প্রধান কার্যালয় ভবন, ২. বাংলাদেশ সচিবালয়; ৩. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সংলগ্ন সরকারী ভবনে); ৪. নির্বাচন কমিশন ভবন, ঢাকা; ৫. পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা; ৬. রাজারবাগ পুলিশ লাইনস, ঢাকা;	-	-	

			৭. হিসাব ভবন, এজিবি, সেগুন বাগিচা, ঢাকা; ৮. মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা জেলা কার্যালয়, মোহাম্মদপুর, ঢাকা; ৯. উপপরিচালকের কার্যালয়, মহিলা বিষয়কঅধিদপ্তর, খুলনা; ১০. প্রীতিলতা কর্মজীবি মহিলা হোষ্টেল, কালীগঞ্জ, গাজীপুর; ১১. জাতীয় মহিলা সংস্থার প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। দেশের সকল বিভাগীয় শহর ও জেলা পর্যায়ের সরকারি অফিসসমূহে পর্যায়ক্রমে ডে-কেয়ার সেন্টার চালুর পরিকল্পনা রয়েছে।			
৩.	-	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত নির্দেশনা মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ ১০ জুলাই, ২০১৪	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে গত ১০ জুলাই, ২০১৪ খ্রি: তারিখে ১০টি নির্দেশনা দিয়েছেন এবং একনেক সভায় প্রদত্ত এ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত ১টি নির্দেশনাসহ মোট ১১টি নির্দেশনাসমূহ ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত হয়েছে।	১০০%		

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রশাসন-৩ শাখা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির হালনাগাদ তথ্য:

নির্দেশনা প্রদানের স্থান ও তারিখঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১০ জুলাই ২০১৪

প্রতিবেদন প্রস্তুতের তারিখঃ ২০.১০.২০২২ খ্রিঃ

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতির তথ্য
১.	**যে সকল মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ ছোট, বৃহৎ পরিসরে সভা অনুষ্ঠানের জন্য সে সকল মন্ত্রণালয় অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের বৃহৎ সভাকক্ষ ব্যবহার করতে পারে।**	নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত। নির্দেশনা অনুযায়ী সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে সভা কক্ষ ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া এ বিষয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের ১৫ জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখের পত্র নং-১৫.০০.০০০০.০১৪.১৮.০৩১.১৩.৮১/১(৫) মোতাবেক চাহিদার ভিত্তিতে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষ ব্যবহারের অনুমতি পাওয়া গিয়েছে।
২.	**দরিদ্র মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচির (ভিজিডি) আওতায় চাউল/ আটা সুষ্ঠুভাবে বিতরণের সুবিধার্থে ৫০ কেজি বস্তার পরিবর্তে ৩০ কেজি পরিমাপের বস্তা তৈরীর জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয়-কে অনুরোধ করতে হবে।**	নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত। গত ১০/০৭/২০১৪ খ্রি: তারিখের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ০৫/০৮/২০১৫ তারিখে খাদ্য অধিদপ্তর হতে ভিজিডি কর্মসূচি খাতে বরাদ্দকৃত চাল ৩০ কেজি পরিমাপের বস্তায় সরবরাহকরণের নির্দেশনা প্রদান করে মাঠ পর্যায়ে পত্র দেয়া হয়। নির্দেশনামতে ৩০ কেজি পরিমাপের বস্তায় চাল সরবরাহ অব্যাহত আছে।
৩.	**মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব উদ্যোগে গোপালগঞ্জ জেলায় প্রতিষ্ঠিত শিশু আশ্রয় কেন্দ্রটি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ও শিশু একাডেমীর কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।**	নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত। গোপালগঞ্জ জেলাস্থ 'শেখ রাসেল দু:স্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র'টি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এর ১১ এপ্রিল, ২০১৬ তারিখের পত্র নং-০৩.৩২.০০০০.০৭৮.৪৮.০১১.১৬.৮১(২) এর মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, উক্ত কেন্দ্রটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীনে থাকবে মর্মে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদন রয়েছে।
৪.	**শিশুদের উন্নয়নের জন্য ঢাকা শহরের ভাসমান পথশিশুদের জরিপ করে একটি তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।**	নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক সারাদেশে জরিপ শেষে ইতিমধ্যে টেবুলেশন সম্পন্ন হয়েছে, খসড়া তালিকা তৈরি হচ্ছে। অক্টোবর/২০২২ মাসের শেষে তালিকা প্রকাশ হবে মর্মে প্রকল্প পরিচালক (বিবিএস কর্তৃক পরিচালিত সারা দেশে জরিপ কার্যক্রম প্রকল্প) হতে বিষয়টি জানানো হয়েছে।
৫.	**মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ৩টি প্রকল্প যথা- ১) কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল (চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও যশোর), ২) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সদর দপ্তরের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং সদর দপ্তরের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শক্তিশালীকরণ ও জেলা পর্যায়ে ৫টি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ইউনিট স্থাপন প্রকল্প, ৩) ভিজিডি-ইউপি প্রকল্পের বাদপড়া জনবল রাজস্বখাতে স্থানান্তরের প্রস্তাব পুনরায়**	নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখের ০৫.১৫৯.০১৫.৩২.০০.০২৩. ২০১২-২৫ নং স্মারক এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন-১ শাখার ১২/০২/২০১৭ তারিখের ৩২.০১.০০০০.০৫৬.১৫.০৬.১১.৩৯ নং স্মারক ও ৩০/০৩/২০১৭ তারিখের ৩২.০১.০০০০.০৫৬.১৫. ০০৬.১১.৭৩ নং স্মারকের প্রেক্ষিতে বর্ণিত ০৩টি

	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রকল্পের মধ্যে (১) কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল (খুলনা, রাজশাহী, যশোর ও চট্টগ্রাম) ও (২) প্রধান কার্যালয়ে পরিচালিত কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এর জনবলের পদ সৃজনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ছক-এ প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। (৩) Vulnerable Group Development Of Ultra-poor (VGDUP) সমাপ্ত প্রকল্পের কোন কার্যক্রম, স্থায়ী/ অস্থায়ী অবকাঠামো বাস্থাপনা না থাকায় এবং জনবল কর্মরত না থাকায় পদসৃজনের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয় নাই।
৬.	**মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত ১৩টি প্রকল্পের এস.আর.ও জারীকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।**	নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত ১৩টি প্রকল্পের এস.আর.ও জারীর বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গত ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে এস.আরও নং ২৮২ মোতাবেক ১২টি প্রকল্পের অনুকূলে এস.আর.ও জারী করে এবং 'গ্রামীণ মহিলা উন্নয়ন' শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পটি ১৯৯৭ সাল এর পূর্বে শুরু হয়। প্রকল্পটি জুলাই ১৯৯৪ থেকে শুরু হয়ে ৩০জুন ২০০৯ মেয়াদে সম্পন্ন হয়। ফলে ইতোমধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১১ তারিখের পত্র নং ০৭.১০৯.০২০.০৩.৩০.০১১.২০১০-৪২ মোতাবেক প্রকল্পটি রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত হয়েছে।
৭.	**মহিলা উদ্যোক্তাদের পণ্য বিপণনের জন্য গঠিত জয়িতার অনুকূলে বরাদ্দপ্রাপ্ত ধানমন্ডিস্থ বাড়িটির দখল হস্তান্তর ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সংশ্লিষ্ট শাখা হতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।**	নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত। গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক ০৯ জুন ২০১৫ তারিখে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন জয়িতা ফাউন্ডেশনএর অনুকূলে ধানমন্ডি, ঢাকাস্থ সংরক্ষিত পরিত্যক্ত বাড়িঃ ৪০৫/বি (পুরাতন),২০/এ (নতুন), রোডঃ ২৭ (পুরাতন), ১৬ (নতুন) বাড়িসহ জমির মালিকানা ফাউন্ডেশনের নামে স্থায়ীভাবে হস্তান্তর ও অধিগ্রহণের বিষয়ে সম্মতি/ অনাপত্তি জ্ঞাপন করা হয়। গত ১৫ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে জমিটির রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে ভার্চুয়ালী জয়িতা টাওয়ারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। উক্ত জমিতে জয়িতা টাওয়ার নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৮.	**বাংলাদেশ সচিবালয়ে অবস্থিত শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের সম্প্রসারণ ও অন্যান্য ভৌত সুবিধাদি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে পত্র লিখতে হবে।**	নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক সচিবালয় ডে-কেয়ার সেন্টারটি সংস্কার/পুণ: নির্মাণের জন্য গণপূর্ত বিভাগ সচিবালয়, ঢাকাকে পত্র দেওয়া হয়েছে। পত্র নং-৩২.০১.০০০০.০০৭.০৭.০৮৭ .১৪-২৩৯১ তারিখ: ০৪/০৯/২০১৪ইং। পত্র মোতাবেক গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক ১) বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ১০নং ভবনের ডে-কেয়ার সেন্টারের এস এস গ্রীলের একটি সুদৃশ্য গেইট নির্মাণ করা হয়েছে। ২) ডে-কেয়ার সেন্টারের সামনের আংগিনায় রঙ্গিন টিন সেড নির্মাণ এবং পূর্ব ও উত্তর দিকে বাউন্ডারী দেওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে।

		৩) ডে-কেয়ার সেন্টারের ভিতরের কক্ষের ও বারান্দার এবং বাথরুমের মেঝে ও দেওয়ালে টাইলস পরিবর্তন, বেসিন, কমোড, স্যানিটারি ফিটিংস নবায়ন, দরজা পরিবর্তন ও রং নবায়ন করা হয়েছে; এবং ৪) ডে-কেয়ার সেন্টারের বাহিরের রং নবায়ন এবং ডে-কেয়ার সেন্টারে ১টি পানির ফিল্টার সরবরাহ করা হয়েছে।
৯.	**পার্বত্য তিনটি জেলার যে কোন একটি জেলায় জয়িতা-র শাখা খুলতে হবে।.**	নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত। “নিবন্ধনকৃত মহিলা সমিতিভিত্তিক ব্যতিক্রমী ব্যবসায়ী উদ্যোগ (জয়িতা-বান্দরবন) কর্মসূচি” নামে বান্দরবন জেলায় জয়িতার শাখা খোলা হয়েছে। কর্মসূচি মেয়াদে ৫০০ জন নারী উদ্যোক্তাকে ব্যবসা ব্যবস্থাপনা ও কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষিত নারীদের মাঝে দোকান বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বান্দরবান জেলায় নারী উদ্যোক্তাদের সমিতি ভিত্তিক সংগঠিত করা এবং ব্যবসায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য নিয়মিতভাবে স্থানীয় পর্যায়ে সভার ব্যবস্থা করা হয়।
১০.	**সিসিমপুর শীর্ষক শিশুতোষ চলচ্চিত্রটি বাংলাদেশ টেলিভিশনে নিয়মিত প্রচারের ব্যবস্থা নিতে হবে।**	নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে শিশুদের জন্য শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান “সিসিমপুর’ বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত হচ্ছে এবং এর সম্প্রচার ব্যয় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতি অর্থ বছরের বাজেটে ৩২১১১২৫ (প্রচার ও বিজ্ঞাপন) কোড হতে নির্বাহ করা হচ্ছে। শিশুতোষ শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান “সিসিমপুর” সম্প্রচারের জন্য বিগত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, বাংলাদেশ টেলিভিশন ও সিসেমি ওয়ার্কশপ, বাংলাদেশ এর মধ্যে ০৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদে একটি ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি অনুসারে ‘সিসিমপুর’ সপ্তাহে রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বাংলাদেশ টেলিভিশনে অফ পিক সময় বিকাল ০৫:১০ মিনিটে এবং শুক্রবার ও শনিবার সকাল ১০:১০ মিনিটে প্রচারিত হচ্ছে। এছাড়া উক্ত সম্প্রচারকালীন বাংলাদেশ টেলিভিশনের ০১ মিনিট ৩০ সেকেন্ড ফ্রি বিজ্ঞাপন সময়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মন্ত্রণালয়াধীন দপ্তর/সংস্থা/প্রকল্পসমূহের শিশু ও নারীদের সামগ্রিক উন্নয়ন সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন/সিসিমপুর অনুষ্ঠানের প্রমোশনাল বিজ্ঞাপন প্রচার করা হচ্ছে। বর্তমান অর্থবছরে বাংলাদেশ টেলিভিশনে “সিসিমপুর” ১৫ জুলাই/২০২২ থেকে ৩০ জুন/২০২৩ পর্যন্ত সময়ে সম্প্রচারের লক্ষ্যে অত্র মন্ত্রণালয়ের প্রচার ও বিজ্ঞাপন খাতে (কোড নং-১৩০০১০১-১১৮১৮১-৩২১১১২৫) বরাদ্দকৃত অর্থ হতে বিজ্ঞাপন ফি বাবদ টা: ১,২৬,৩৬,০০০/- (এক কোটি ছাব্বিশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার) এবং ভ্যাট বাবদ টা: ১৮,৯৫,৪০০/- (আঠারো লক্ষ পঁচানব্বই হাজার চারশত) টাকাসহ সর্বমোট =১,৪৫,৩১,৪০০/- (এক কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ একত্রিশ হাজার চারশত) টাকা বাংলাদেশ টেলিভিশনের অনুকূলে পৃথক পৃথক ২টি মঞ্জুরী আদেশ জারী করা হয়েছে।
১১	প্রতিটি সরকারি প্রতিষ্ঠান, বহুজাতিক কোম্পানী, ব্যাংক, গার্মেন্টস ইত্যাদিতে নিজ উদ্যোগে ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করতে হবে এবং অন্য ক্ষেত্রে	নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত এবং চাহিদা অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান থাকবে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত “গার্মেন্টস ও কারখানার নারী শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার

	কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান জায়গা প্রদানে সম্মত হলে সেখানে সরকারি সহায়তা ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করতে হবে। তারিখ: ২৮/০৬/২০১৬খ্রি. স্থান: একনেক সভা, এনইসি ভবন।	"গার্মেন্টস ও কারখানার নারী শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার (২০টি সেন্টার)" কর্মসূচি এর মাধ্যমে বেসরকারি মালিকানাধীন গার্মেন্টস কারখানায় ২০টি ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, উক্ত কর্মসূচি এর কার্যক্রম গত ৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। জাতীয় মহিলা সংস্থার অব্যয়িত অর্থ আয়বর্ধক খাতের অর্থ/সমাপ্ত নগর ভিত্তিক মহিলা উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যাংক স্থিতির অর্থ থেকে ব্যয়ের অনুমোদনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

তাসনিম জেবিন বিনতে শেখ
সিনিয়র সহকারী সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার